সবাই মিলে মূসক দিন ■ দেশ গড়ায় অংশ নিন

১০ জুলাই জাতীয় মূসক দিবস ২০১২

১০-১৬ জুলাই মূসক সপ্তাহ ২০১২

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২৬ আষাঢ় ১৪১৯
১০ জুলাই ২০১২

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গত বছরের ন্যায় এবারও ১০ জুলাই 'মূল্য সংযোজন কর দিবস' এবং 'মূল্য সংযোজন কর সপ্তাহ-২০১২' উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সম্মানিত করদাতা ও রাজস্ব প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমি জানতে পেরেছি ১৯৯১ সালে মূসক পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ার পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরিত অভ্যন্তরীণ রাজস্বের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি আশা করি মূল্য সংযোজন কর দিবস ও মূল্য সংযোজন কর সপ্তাহ পালনের মধ্যদিয়ে জনগণের মধ্যে কর প্রদানে সচেতনতা সৃষ্টি হবে এবং পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণও বৃদ্ধি পাবে।

দেশের আপামর জনগণের কল্যাণ সাধন সরকারের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। আমি আশা করি সম্মানিত করদাতাগণ এবং মূসক প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, উৎপাদনকারী, আমদানীকারকসহ ব্যবসায়ী সমাজ তাদের অর্জিত আয় ও মূল্য সংযোজনের উপর কর প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবেন।

আমি কর প্রশাসনের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জনগণের সেবক হিসেবে সর্বোচ্চ নিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাই।

আমি 'জাতীয় মূল্য সংযোজন কর দিবস' ও 'মূল্য সংযোজন কর সপ্তাহ-২০১২' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৬ আষাঢ় ১৪১৯
১০ জুলাই ২০১২

বাণী

স্বাধীনতা-পরবর্তী চার দশকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ ব্যবস্থায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তার মধ্যে নিঃসন্দেহে বিগত ১৯৯১ সালে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রবর্তন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হওয়ার দাবী রাখে। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর আইনে যে সকল সীমাবদ্ধতা ছিল তা দূরীকরণের লক্ষ্যে সময় উপযোগী মূল্য সংযোজন কর আইন প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে আমদানী শুল্কের পরিবর্তে মূল্য সংযোজন কর এবং আয়করই হবে সরকারী রাজস্বের প্রধান উৎস। উক্ত প্রবণতার লক্ষণসমূহ ইতিমধ্যেই সুস্পষ্টরূপে দেখা দিয়েছে।

মূসক উৎপাদন অথবা সেবা সরবরাহ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন স্তরে মূল্য সংযোজনের হিসাব চায়। সেই বিবেচনায় মূসক সকল উৎপাদনকারী ও সেবা সরবরাহকারীদের বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিভিন্ন সময়ে হিসাব রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। এই প্রক্রিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে সুনীতি প্রতিষ্ঠার সহায়ক বটে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিগত ২০১১ সালের ১০ জুলাই মূসক দিবস এবং ১০-১৬ জুলাই মূসক সপ্তাহ হিসেবে উদযাপন করেছিল। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালের ১০ জুলাই মূসক দিবস এবং ১০-১৬ জুলাই মূসক সপ্তাহ হিসেবে উদযাপিত হতে যাচ্ছে। আমি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশের রাজস্ব প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের কঠোর পরিশ্রম এবং সম্মানিত করদাতাগণের সহযোগিতার ফলে বিগত দুই দশকে বাংলাদেশের মূসক ব্যবস্থার লক্ষ্যণীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। আমি তাদের শুভেচ্ছা জানাই। তদুপরি ভবিষ্যতেও তাঁরা তাদের উদ্যোগ অব্যাহত রাখবেন বলে আশা করি।

আবুল মাল আবদুল মুহিত

সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৬ আষাঢ় ১৪১৯
১০ জুলাই ২০১২

বাণী

বাংলাদেশের রাজস্ব প্রশাসনের চার-দশক-দীর্ঘ ইতিহাসে ১৯৯১ সালে একটি গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। ঐ বছর অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে আমদানী শুল্কের উপরে ঐতিহাসিক নির্ভরশীলতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। তদুপরি অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ প্রায় অকল্পনীয়রূপে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দীর্ঘ দুই দশক ব্যাপী রাজস্ব প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের ঐ সাফল্য কোন প্রকার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেনি। বিগত ২০১১ সালের ১০ জুলাই প্রথমবারের মত মূল্য সংযোজন কর দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকার বাংলাদেশের রাজস্ব প্রশাসনের ঐ সাফল্যকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালের ১০ জুলাই দ্বিতীয় বারের মত মূল্য সংযোজন কর দিবস এবং পরবর্তী এক সপ্তাহ দ্বিতীয় বারের মত মূল্য সংযোজন কর সপ্তাহ হিসাবে উদ্‌যাপিত হবে।

আশা করা যায় এই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি মূল্য সংযোজন কর বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং সকল সম্মানিত করদাতাগণকে তাঁদের দায়িত্ব পালনে অধিকতর অনুপ্রাণিত করবে।

২য় মূল্য সংযোজন কর দিবস উপলক্ষে আমি মূল্য সংযোজন কর বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ডঃ নাসিরউদ্দীন আহমেদ

সদস্য (মূসক নীতি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৬ আষাঢ় ১৪১৯
১০ জুলাই ২০১২

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বাস্তবমুখী পদক্ষেপের ধারাবাহিকতায় ১০ জুলাই মূসক দিবস পালন একটি উল্লেখযোগ্য ও মহতী উদ্যোগ। সম্মানিত করদাতাগণ কর্তৃক যথাযথ মূসক প্রদান ও মূসক কর্মকর্তাগণ কর্তৃক উন্নত সেবা প্রদানের প্রত্যয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবার দ্বিতীয়বারের মতো মূসক দিবস পালন করছে। এ উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি সাধুবাদ জানাই।

নানা সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে মূসক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও ধীরে ধীরে অর্থনীতির সকল স্তরে তা সম্প্রসারিত হয়েছে। রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মধ্য দিয়ে আমরা যেমন স্বাবলম্বী হতে পারি তেমনি বিশ্ববাজারে আমাদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের তীব্রতা থাকলেও এর জন্য প্রয়োজন একটি সুদৃঢ় রাজস্ব প্রশাসন, যুগোপযোগী ও আধুনিক করব্যবস্থা, প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং সর্বোপরি সম্ভাব্য সর্বোচ্চ বাস্তবায়ন। গত বছর হতে ১০ জুলাই পালিত হচ্ছে মূসক দিবস। মূসক দিবস পালনের মাধ্যমে এ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরতে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ এ বিভাগের ঐতিহ্যকে আরো উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ করবে।

রাজস্ব আহরণের কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে মূসক দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ ফরিদ উদ্‌দিন

বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা ঃ কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

বৈশ্বিক অর্থনীতির গুণগত নানা পরিবর্তন এবং বিশ্ব বাণিজ্যের ক্রমিক প্রসারতায় দেশে দেশে পণ্যের অবাধ প্রবাহ প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে আমদানি-শুল্কের উপর নির্ভরতা কমিয়ে বিশ্বের প্রতিটি দেশই অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্ব দিচ্ছে। এই বিবেচনায় বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে। সেই থেকে গত দুই দশকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার আওতা বৃদ্ধিসহ এই ব্যবস্থা আধুনিকায়নে ও করদাতা-বান্ধবকরণে নানাবিধ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে।

মূল্য সংযোজন কর (মূসক) প্রদানকারীসহ জনসাধারণের মধ্যে মূসক বিষয়ে গণ-সচেতনতা সৃষ্টি এবং মূসক কর্মকর্তাদের মধ্যে সেবার মানসিকতা বিকাশের লক্ষ্যে সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০১১ সাল হতে ১০ জুলাই 'জাতীয় মূসক দিবস' এবং ১০-১৬ জুলাই 'মূসক সপ্তাহ' পালন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি বছরেও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে দিবসটি উদযাপনকল্পে রাজধানী ঢাকাসহ দেশব্যাপী নানা কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের কর ব্যবস্থা

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সুষ্ঠু রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও রাজস্বনীতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বাংলাদেশের কর নীতি নির্ধারণ এবং তা' বাস্তবায়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। দারিদ্র বিমোচন, কৃষি খাতকে গতিশীলকরণ, দেশজ শিল্পের বিকাশ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশের মোট রাজস্বের সিংহভাগ সংগ্রহ করে থাকে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন রাজস্বকে মোটা দাগে দু'ভাগে দেখানো হয়, যথাঃ প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর। প্রত্যক্ষ করের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে আয়কর ও অন্যান্য কর (বৈদেশিক ভ্রমন কর ইত্যাদি)। পরোক্ষ কর আহরিত হয় আমদানি পর্যায়ে ও স্থানীয় পর্যায়ে (উৎপাদন/সেবা)। আমদানি পর্যায়ের করসমূহ হলঃ কাস্টমস ডিউটি, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ও সম্পূরক শুল্ক। স্থানীয় পর্যায়ের করসমূহ হলঃ মূল্য সংযোজন কর (মূসক), সম্পূরক শুল্ক, টার্ণওভার ট্যাক্স ও আবগারী শুল্ক।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় জাতীয় উৎপাদন কম হওয়ার কারণে বাংলাদেশের মোট রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত অনেক কম। মোট রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে ছিল ৩.৪৩ শতাংশ। এ অনুপাত ক্রমান্বয়ে বেড়ে ২০১০-২০১১ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ১২.১৭ শতাংশে। রাপ্তানিমুখী শিল্পের প্রসার ও রপ্তানি বৃদ্ধি, দেশজ শিল্পের বিকাশ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সাথে সাথে সরকারের কর রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

২০১০-২০১২ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৭৯,৪০৩ কোটি টাকা যা দেশের মোট রাজস্বের ৮২.৮২ শতাংশ এবং মোট কর রাজস্বের ৯৬.০৯ শতাংশ। ২০১০-২০১১ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর রাজস্ব আদায় ৭৯,৪০৩.১১ কোটি টাকা, তন্মোধ্যে পরোক্ষ কর ৫৫, ৯৮৩.৫৪ কোটি টাকা এবং প্রত্যক্ষ কর ২৩,৪১৯.৫৭ কোটি টাকা।

মূল্য সংযোজন কর (VAT) কী?

মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ব্যবস্থা একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত কর ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশে আবগারী শুল্ক ও বিক্রয় কর ব্যবস্থা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সহজ ভাষায়, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) হল 'মূল্য সংযোজন' এর উপর আরোপিত কর। কোন পণ্য উৎপাদনকারী বা সরবরাহকারী অথবা সেবা প্রদানকারী কর্তৃক পণ্য উৎপাদনে/সরবরাহে বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত উপকরণের ক্রয় মুল্যের সাথে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে সংযোজিত মূল্যের উপর প্রযোজ্য হয় বলেই একে 'মূল্য সংযোজন কর' বলা হয়। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় উৎপাদক বা সরবরাহকারী কর্তৃক ক্রয়কৃত উপকরণের বিপরীতে পরিশোধিত মূসক প্রদেয় উৎপাদ কর (বিক্রয়ের উপর প্রযোজ্য মূসক) এর বিপরীতে রেয়াত গ্রহণের বিধান থাকায় করের উপর করারোপের কোন সুযোগ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই থাকে না। পণ্য ও সেবার উপর এ কর আরোপ ও আহরণ করা হয়। পণ্য/সেবার উৎপাদক বা সেবা প্রদানকারী বা আমদানিকারক পণ্য বা সেবা বিক্রয়কালে ক্রেতা বা ভোক্তা হতে এ কর আহরণ করে থাকেন। তাই এ কর ব্যবস্থায় বিক্রেতা Tax Collector হিসেবে বিবেচিত হন। ক্রেতা বা ভোক্তা প্রকৃতপক্ষে এ কর দিয়ে থাকেন বলে একে ভোক্তা-কর (Consumer Tax) বা পরোক্ষ করও (Indirect Tax) বলা হয়।

করের আওতা

বাংলাদেশে আমদানিকৃত সকল করযোগ্য পণ্য, দেশে উৎপাদিত করযোগ্য পণ্য ও করযোগ্য সেবা এবং সকল করযোগ্য পণ্যের পাইকারী ও খুচরা ব্যবসার উপর মূল্যভিত্তিক ১৫% হারে মূসক প্রযোজ্য/আরোপিত আছে। তবে নির্ধারিত কোন কোন সেবার কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংকুচিত মূল্যভিত্তি ব্যবহার করা হয়। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর 'প্রথম তফসিল' ও 'দ্বিতীয় তফসিল' -এ উল্লিখিত পণ্য বা সেবার আমদানি, দেশজ উৎপাদন বা সেবা প্রদান বা পাইকারী ও খুচরা ব্যবসার ক্ষেত্রে এ কর আরোপ ও আদায়যোগ্য নয়।

নিবন্ধিত ব্যক্তির করণীয়

মূল্য সংযোজন করযোগ্য প্রতিটি পণ্য বা সেবা বিক্রয় বা সরবরাহকালে উক্ত পণ্য বা সেবার উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর পণ্য বা সেবামূল্যের সাথেই সংশ্লিষ্ট ক্রেতা বা ভোক্তার নিকট থেকে আহরণ করে নেয়া ও বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে তা' সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবা বিক্রেতা তথা নিবন্ধিত ব্যক্তির অত্যাবশ্যকীয় ও আইনানুগ দায়িত্ব। মূল্য সংযোজন কর যেহেতু স্বনির্ধারণী ও খোদ খালাস ভিত্তিক কর ব্যবস্থা সেহেতু প্রতি কর মেয়াদে বা মাসে প্রত্যেক করদাতার মোট ক্রয়, ক্রয়ের উপর প্রদত্ত কর, মোট বিক্রয় বা সরবরাহ, তার উপর প্রদেয় কর, নীট প্রদেয় কর, ট্রেজারী জমা ইত্যাদি তথ্য-সম্বলিত সংক্ষিপ্ত হিসাব বিবরণী পরবর্তী মাসের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষের নিকট মাসিক রিটার্ণ বা দাখিলপত্র আকারে জমা দিতে হয়।

ভোক্তার দায়িত্ব

মূসক ব্যবস্থায় ভোক্তাই (Consumer) মূসক পরিশোধ করে থাকেন। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে ভোক্তা তার কষ্টার্জিত অর্থ হতে কর পরিশোধ করেন। সেই কর সরকারী কোষাগারে জমা হলো কিনা তা' নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের পাশাপাশি ভোক্তারও। ভোক্তা যদি পণ্য বা সেবা ক্রয়কালে বিক্রেতার নিকট হতে মূসক চালান (মূসক-১১) বা ইসিআর চালান গ্রহণ না করেন তাহলে সরকার তার প্রাপ্য রাজস্ব হতে বঞ্চিত হয় এবং ক্রেতা নিজে প্রতারিত হয়ে অনর্থক অতিরিক্ত খরচ করেন। এ বিষয়ে সর্বসাধারণের সচেতনতাই মূসক ব্যবস্থাকে অধিকতর সাফল্য এনে দিতে পারে।

বাংলাদেশে মূসক ব্যবস্থার সাফল্য

অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা পালন করছে বলেই সমগ্র বিশ্বে এর দ্রুত প্রসার ঘটছে। এই ব্যবস্থা একদিকে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য অনুকূল অন্য দিকে করদাতা-বান্ধব হওয়ায় অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের রাজস্ব আহরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে মোট আহরিত মূসকের পরিমাণ ছিল ১৭৩৫ কোটি টাকা। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০,১৯০ কোটি টাকা। ১৯৯১-১৯৯২ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আহরিত কর রাজস্বের ২৩.৬২ শতাংশ ছিল মূসক, যা বিগত ২০১০-১১ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৩৮.০৩ শতাংশ। ২০১১-২০১২ অর্থবছরেও এই ক্রমবৃদ্ধি অব্যাহত আছে। চলতি ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের বাজেটে করভিত্তি (Tax base) ও করের আওতা (Tax net) সম্প্রসারণের মাধ্যমে এই ধারা অব্যাহত রাখার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

মূসক ব্যবস্থা ও রাজস্ব প্রশাসনের সাম্প্রতিক সংস্কারমূলক কার্যক্রম

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজস্ব বোর্ড তার সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রতি পুনর্বিন্যাস করেছে। বোর্ডের অধীনে তিনটি অনুবিভাগ অর্থাৎ শুল্ক (Customs), মূসক (VAT) ও আয়কর (Income Tax) -কে আরও শক্তিশালী ও গতিশীল করে সরকারের ক্রমবর্ধমান রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি অনুবিভাগের অধীনস্থ দপ্তর-অধিদপ্তরসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ ভৌগলিক অধিক্ষেত্র পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। এছাড়াও, মূসক প্রশাসনের আধুনিকায়নের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ কার্যক্রমে আরও স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

- 'নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে ট্যাক্স দিন অনলাইনে' - এই শ্লোগান সামনে রেখে অনলাইনে কর পরিশোধ ব্যবস্থা প্রবর্তনসহ করদাতা কর্তৃক জমাকৃত রাজস্বের হিসাব অনলাইনে যাচাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে অনলাইনে BIN/TIN নিবন্ধন প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা হবে এবং নির্বাচন কমিশনের ডাটা-বেইজ হতে প্রাপ্ত জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে অনলাইনে প্রাপ্ত তথ্যাদি যাচাই করা হবে।
- কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে মূসক এবং আয়কর রিটার্ণ দাখিল, এ্যাসেসমেন্ট ও ফেরত (refund) প্রদানের বিষয়ে কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।
- রাজস্ব সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা হ্রাসকরণসহ বকেয়া রাজস্ব আদায় কার্যক্রম দ্রুততর করার লক্ষ্যে 'বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি' (Alternative Dispute Resolution) কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ভ্যাট সংক্রান্ত তথ্য এবং রিটার্ণের তথ্যাদি সংরক্ষণের নিমিত্তে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- মূসক ব্যবস্থায় বর্তমানে কার্যকর আইনটি ১৯৯১ সালে প্রণীত হয়েছিল, যা পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে পর্যায়ক্রমিক ব্যাপক সংস্কার সাধন করা হয়েছে। বর্তমান আইনের প্রতিস্থাপক একটি নতুন, আধুনিক ও যুগোপযোগী আইনের খসড়া ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। আগামী ২০১৫ খৃঃ সন নাগাদ সেটি বাস্তবায়িত হবে মর্মে আশা করা যায়।
- মূসক প্রশাসনকে অটোমেশনের আওতায় আনয়নের মাধ্যমে করদাতা- করআদায়কারীর পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সম্পর্কের সুযোগ হ্রাস, ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, করদাতা হয়রানির সুযোগ হ্রাসকরণের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।
- শুল্ক ও মূসক প্রশাসনে নূতন ১৪০ জন সহকারী কমিশনার এবং ১০০ জন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা সম্প্রতি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া, আরও ৮০০ জন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তার নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

যে কোন কর ব্যবস্থার সফলতার জন্য অপরিহার্য হচ্ছে করদাতাগণের কর প্রদানের সদিচ্ছা, কর প্রদান করার মতো শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ তথা কর-সহায়ক সংস্কৃতির উপস্থিতি। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও সমাজের সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কাঙ্খিত সেই কর-সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। এর পাশাপাশি, করদাতার সামাজিক ও আইনী দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভোক্তা- স্বার্থ সংরক্ষণসহ জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার সত্যিকারের সুফল আশা করা যায়।

মোঃ সাইফুল ইসলাম
কমিশনার
ঢাকা(উত্তর). ঢাকা

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৬ আষাঢ় ১৪১৯
১০ জুলাই ২০১২

বাণী

১০ জুলাই 'মূল্য সংযোজন কর দিবস' এবং তৎপরবর্তী সপ্তাহ 'মূল্য সংযোজন কর সপ্তাহ' হিসেবে পালনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।

'মূল্য সংযোজন কর দিবস' উপলক্ষে আমি দেশের সকল সম্মানিত মূল্য সংযোজন করদাতা, এর সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

স্বাধীনতা পরবর্তী চার দশকে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অগ্রগতি সাধন করেছে। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে রাজস্ব আদায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত।

'মূল্য সংযোজন কর দিবস' পালন সম্মানিত করদাতাগণকে মূল্য সংযোজন কর পরিশোধে উৎসাহিত করবে বলে আমি আশা করি।

আমি মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি সচেতন নাগরিক সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি এ দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৬ আষাঢ় ১৪১৯
১০ জুলাই ২০১২

বাণী

২০১২ সালের ১০ জুলাই তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর দিবস উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

১৯৯১-৯২ অর্থ বছরে মূল্য সংযোজন কর শুরু হয়। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থাপনায় আমাদের অভিজ্ঞতা দুই দশকের কিছু বেশী। এই সময়ে আমাদের রাজস্ব বেড়েছে; মূল্য সংযোজন কর রাজস্ব বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর সার্বিক রাজস্ব এবং মূল্য সংযোজন কর প্রশংসনীয়ভাবে বেড়েছে।

মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ রাজস্ব এবং মূল্য সংযোজন কর আহরণের সাফল্যের জন্য প্রশংসা অর্জন করেছেন। আমি তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

আমি মূল্য সংযোজন কর দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

ড. মসিউর রহমান

সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৬ আষাঢ় ১৪১৯
১০ জুলাই ২০১২

বাণী

বিগত শতাব্দীর নব্বই দশকের প্রথমভাগে বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর ইতোমধ্যে প্রায় দুই দশক সময় অতিবাহিত হয়েছে। উক্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আহরিত রাজস্বের পরিমাণ লক্ষ্যণীয় রূপে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু মূল্য সংযোজন কর প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের উদ্যোগের কোনরূপ আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ইতোপূর্বে প্রদান করা হয় নি।

বিগত ২০১১ সালের ১০ জুলাই প্রথম বারের মত মূল্য সংযোজন কর দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকার মূল্য সংযোজন কর প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের ঐ সাফল্যকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করে। ঐ সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয়বারের মত ২০১২ সালের ১০ জুলাই মূল্য সংযোজন কর দিবস এবং ১০ জুলাই তারিখ থেকে পরবর্তী এক সপ্তাহ মূল্য সংযোজন কর সপ্তাহ হিসাবে উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। মূল্য সংযোজন কর দিবস ও সপ্তাহ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশের মূল্য সংযোজন কর প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং সকল সম্মানিত করদাতাগণকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

আমি মূল্য সংযোজন কর দিবসের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ এনায়েত হোসেন

আপনার প্রদত্ত মূসক জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে